F:\My Doc File\Nirmal & Others\Proggapan.doc

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
শাখা-১১

নং- শিম/শাঃ১১/১৯-১/২০০৭/১৭৪

তারিখ ঃ ১৮ ফাল্গুন ১৪১৬
০২ মার্চ ২০১০

প্রজ্ঞাপন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০২/০৬/২০০৯ তারিখের জারীকৃত নং-শিম/শাঃ১১/৫-১(অংশ)/৫৮২ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন সংশোধনক্রমে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত এস.এস.সি ও সমমান এবং এইচ.এস.সি ও সমমান পরীক্ষার ক্ষেত্রে পরীক্ষা পাশের প্রচলিত জিপিএ এর সাথে সনাতন পদ্ধতির বিভাগ এর নিম্নরূপ সামঞ্জস্য বিধান করা হল ঃ

জিপিএ ৩.০০ বা তদূর্ধ = প্রথম বিভাগ
জিপিএ ২.০০ থেকে ৩.০০ এর কম = দ্বিতীয় বিভাগ
জিপিএ ১.০০ থেকে ২.০০ এর কম = তৃতীয় বিভাগ

২। উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনের অন্যান্য অংশ অপরিবর্তিত থাকবে।

৩। ইহা জনস্বার্থে প্রকাশ করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
২/৩/১০
(সৈয়দ আতাউর রহমান)
সচিব

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ ফরম্‌স ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায়
প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।)

১১৮৪
৮/৬/০৯

(৩)

পা. হয়
০৮/৬/০৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

নং শিম/শাঃ১১/৫-১(অংশ)/ ৫৮২

তারিখঃ ২ জুন ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ
১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬ বঙ্গাব্দ

প্রজ্ঞাপন

বিষয়ঃ প্রচলিত গ্রেডিং পদ্ধতির সঙ্গে পূর্বের বিভাগ/শ্রেণীর সমতাকরণ

দেশের পাবলিক পরীক্ষাসমূহের ফলাফল প্রদানের ক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থীর অর্জিত মোট নম্বরের ভিত্তিতে বিভাগ/শ্রেণীতে বিন্যস্তকরণ পদ্ধতি রহিত করে গ্রেডিং পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে বর্তমান প্রচলিত জিপিএ বা সিজিপিএ এর সঙ্গে পূর্বেকার প্রথম,দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণী কিভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট কোন নির্দেশনা না থাকায় বিষয়টি বিশদভাবে পর্যালোচনাপূর্বক সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, বর্তমান প্রচলিত জিপিএ বা ক্ষেত্রমত, সিজিপিএ এর বিপরীতে পূর্বের প্রথম,দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী নিম্নরূপে নির্ধারিত হবেঃ

(১) (ক) ২০০১,২০০২ ও ২০০৩ সনের এস.এস.সি বা সমমান এবং ২০০৩ সনের এইচ.এস.সি বা সমমান পরীক্ষা ব্যতীত ২০০৪ ও তৎপরবর্তী সময়ের এস.এস.সি এবং এইচ.এস.সি বা সমমানের পরীক্ষার ফলাফলের ক্ষেত্রে-

অর্জিত জিপিএ	পূর্বের সমতুল্য বিভাগ/শ্রেণী
৪.০০ বা তদূর্ধ্ব	প্রথম বিভাগ
৩.০০ বা তদূর্ধ্ব কিন্তু ৪.০০ এর কম	দ্বিতীয় বিভাগ
১.০০ বা তদূর্ধ্ব কিন্তু ৩.০০ এর কম	তৃতীয় বিভাগ

(খ) ২০০১,২০০২ ও ২০০৩ সনের এস.এস.সি বা সমমান এবং ২০০৩ সনের এইচ.এস.সি বা সমমান পরীক্ষার ক্ষেত্রে-

অর্জিত জিপিএ	পূর্বের সমতুল্য বিভাগ/শ্রেণী
৩.৫০ বা তদূর্ধ্ব	প্রথম বিভাগ
২.৫০ বা তদূর্ধ্ব কিন্তু ৩.৫০ এর কম	দ্বিতীয় বিভাগ
১.০০ বা তদূর্ধ্ব কিন্তু ২.৫০ এর কম	তৃতীয় বিভাগ

(২) অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত সিজিপিএ-এর ক্ষেত্রে-

(ক) বিশ্ববিদ্যালয় যে স্কেলে (৪ অথবা ৫) সিজিপিএ প্রদান করে সেই সিজিপিএ স্কেলকে ৮০% এর সমান নম্বর ধরতে হবে;

(খ) উক্ত নম্বরের অনুপাতে অর্জিত সিজিপিএ এর নম্বরকে শতকরা নম্বরে রূপান্তর করতে হবে;

(গ) উপরি-উক্ত পদ্ধতিতে রূপান্তরিত শতকরা নম্বরের ভিত্তিতে নিম্নরূপে বিভাগ/শ্রেণী নির্ধারণ করতে হবেঃ

নিরূপিত নম্বর ব্যাপ্তি (শতকরা হারে)	সমতুল্য শ্রেণী/বিভাগ
৬০% বা তদূর্ধ্ব	প্রথম শ্রেণী/বিভাগ
৪৫% বা ততোধিক কিন্তু ৬০% এর কম	দ্বিতীয় শ্রেণী/বিভাগ
৩৩% বা ততোধিক কিন্তু ৪৫% এর কম	তৃতীয় শ্রেণী/বিভাগ

অর্থাৎ কোন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ৪ অথবা ৫ স্কেলে সিজিপিএ প্রদত্ত হয়ে থাকলে, উপরি-উক্ত (২) (ক) ও (২)(খ) অনুসারে শতকরা হার নিরূপনের জন্য নিম্নের সূত্রটি ব্যবহার করতে হবেঃ

সূত্রঃ $\frac{৮০}{\text{বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুসৃত সিজিপিএ স্কেল (ক্ষেত্রমত, ৪, বা ৫)}} \times$ অর্জিত সিজিপিএ= অর্জিত শতকরা নম্বর

উদাহরণঃ কোন শিক্ষার্থী সিজিপিএ ৪.০০ স্কেলে ৩.০০পেয়ে থাকলে তাঁর অর্জিত শ্রেণী/বিভাগ হবে নিম্নরূপঃ

$\frac{৮০}{৪} X ৩ = ৬০\%$; অর্থাৎ তাঁর অর্জিত ফলাফল প্রথম শ্রেণী/বিভাগ বলে গণ্য হবে।

কোন শিক্ষার্থী সিজিপিএ ৫.০০ স্কেলে ৩.০০ পেয়ে থাকলে তাঁর অর্জিত শ্রেণী/বিভাগ হবে নিম্নরূপঃ

$\frac{৮০}{৫} X ৩ = ৪৮\%$; অর্থাৎ তাঁর অর্জিত ফলাফল দ্বিতীয় শ্রেণী/বিভাগ বলে গণ্য হবে।

২। ইহা জনস্বার্থে জারি করা হলো।

০২.০৬.০৯
(সৈয়দ আতাউর রহমান)
সচিব

উপ নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)

তারিখঃ ২ জুন ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ
১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬ বঙ্গাব্দ

নং শিম/শাঃ১১/৫-১(অংশ)/৫৮২

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হলোঃ

১। সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২। সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। ইহা সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ২৯-৯-২০০৮ তারিখের সম (বিধি-২) বিবিধ-৫৪/২০০৮-৩২৮ নং স্মারক সূত্রে।
৩। সচিব (সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ)
৪। উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়/উপাচার্য, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
৫। অতিরিক্ত সচিব (প্রঃ ও অর্থ)/ (উন্নয়ন), শিক্ষা মন্ত্রণালয়
৬। কমিশনার (সকল বিভাগ)
৭। যুগ্ম-সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজ,/কারিগরি ও মাদরাসা), শিক্ষা মন্ত্রণালয়
৮। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, / মহা-পরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
৯। চেয়ারম্যান মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (সকল)/চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড,ঢাকা/চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা ,রাজশাহী
১০। পরিচালক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা
১১। উপ-সচিব(মাধ্যমিক/ বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজ/কারিগরি ও মাদরাসা) শিক্ষা মন্ত্রণালয়
১২। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
১৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
১৪। সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। তাঁকে প্রজ্ঞাপনটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।

(মোঃ ইমরুল চৌধুরী)
সিনিয়র সহকারী সচিব